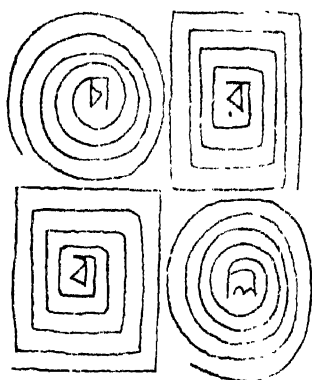
বিষ্ণু দে



সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২৩

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪

প্রকাশক
নীলিমা দেবী
সিগনেট প্রেস
২৫।৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-কে

সূচীপত্র

চোরাবালি

ঘোড়সওয়ার

(শ্রীবরেন্দ্রপ্রসাদ রায়-কে)

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো ।
সাতসমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার ।

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে ।
আমার কামনা ছায়া মূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে ।
কাঁপে তনুবায় কামনায় থরোথরো ।
কামনার টানে সংহত প্রেসিআর ।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার !

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে ।
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে !
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার ।
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে

আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখে ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

১৯৩৫

ওফেলিয়া

(আবু সয়ীদ্ আইয়ুব-কে)

তবুও এ দুঃসাহস। বসন্তের সঙ্কিত সঙ্গীত
যদি তুমি ছিঁড়ে দাও, ভেঙে দাও, জীয়ানো কুসুম,
স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, দূর্বাদল ঘুম
যদিই জ্বালিয়ে দাও দীপ্ত লঘু কৈলাসের শীতে,
তবুও এ দুঃসাহস, তবু আজ ক'রে যাব গান।

* * *

তুমি যেন এক পরদায় ঢাকা বাড়ি,
আমি অঘ্রাণ-শিশিরে সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরি।

উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা,
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা।
হৃদয় তোমার দ্যুলোকে বেঁধেছে বাসা ?

ঝোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনো মেঘ
চৈত্রী পূর্ণিমাকে।
আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া ?

* * *

নয়নে জ্বালাও দীপশিখা।
আঁধার এখানে জমে কালো কালো পাথুরে পাহাড়।
রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত
কৃষ্ণবাস বনানীকে। শালতরু হারিয়েছে সাড়।
রক্তহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে। বহ্নি তব দিক্‌ দীপশিখা।
তুলে দাও, ছিঁড়ে দাও জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা।

* * *

রাত্রি রয়েছে পাশে—
তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি
রাত্রি ও আমি একা।

শরতের শাদা খামকাখুশির মেঘ—
পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ—
নির্বোধ, নির্বোধ।

পদ্মদীঘির পাড়ে
আশ্বিনে গাঁথা গান যে আমার কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে
ভাসালে নিথর জলে।
আমারই হৃদয় নিথর গভীর নীল সে পদ্মদীঘি।

* * *

মুখরস্রোত ব'য়ে চলেছে মাতাল অভিযানে—
স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ।
জীবনে কি সে পেয়েছে যতি? শান্তি তার গানে।
আমার মন ভোলালে, ওফেলিয়া।

* * *

নীল রহস্য নয়নে ঘনায় তার—
তুষার-শিখর প্রাচীরের মাঝে
স্নিগ্ধ গভীর দীঘি।

নিয়ে এলে হাতে ঐন্দ্রজালিক মায়া,
শ্যামল ঘুমের কোমল স্বপ্নে বোনা!
জেগে দেখি চেনা পৃথিবীও গেছে উড়ে।

ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়াল ধারা!
কবে হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী?
সে প্রপাতে হোক আমার অপ্সুদীক্ষা সারা।

* * *

মরণে দোঁহে করিনি জয় জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে
অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা।

* * *

দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার।

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তিতুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক্ তুষার।

* * *

প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে
ছড়ায় আহা! কোমল নীল ঘুমের আবাহন।
লোলুপ তবু দ্বিধায় কার আবির্ভাব-আশে
প্রান্তরের প্রান্তে চায় ভিক্ষু দেহমন।

* * *

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়াকে হানো।

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা।

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই।
ধূমকেতু এই বিরাটদাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি।

১৯৩৩

সন্ধ্যা

খরস্রায়ু স্তব্ধতার পাখা মেলে চকিত শহরে
রুদ্ধপেশী মেঘবক্ষে সন্ধ্যা নামে ম্লান কান্তি মুখে,
ধীরপক্ষে ছায়া নামে আকাশের আহ্নিক কৌতুকে,
মায়া নামে জনহীন শব্দহীন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে।
শূন্য বাতায়নে একা ব'সে আছি শিথিল প্রহরে,
অতীতের স্মৃতিগুলি হাত থেকে প'ড়ে ঝুঁকে,
একেসাসী সুষুপ্তির এ জীবন গেল বুঝি চুকে,
সাগরসন্তান সব জেগে ওঠে মনের গহ্বরে :
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস,
উলুপীর জ্ঞাতি তারা চেতনার হাত ছুঁয়ে যায়,
সংখ্যাহীন বহু মূর্তি পরোক্ষ ছায়ায় পায় শ্বাস—
ভাষা দিলে অলৌকিক সীমান্তিক এ সন্ধ্যাক্ষণের
জাতিস্মর বন্ধুদের, সুপ্তিশান্ত মগ্ন মননের
মদনৃত্য দেখা দেবে শহরের স্তব্ধতাপাখায়।

১৯৩৩

পঞ্চমুখ

আমার কুটিরশিল্প লেখা যদি করে থাকে কোনো অপরাধ
কুম্ভীরক প্রবৃত্তিতে, হে প্রেয়সী, তোমার পল্লবে ঢাকা চোখে ;
আমার রচনা যদি তোমার পেলব পাণ্ডু তনুর মাধুরী
রূপান্তরে ব্যর্থ হয় ; তোমার কোমল স্বপ্নে আঁখিছায়াপাত
যদি না দিয়েই থাকে শিল্পকর্মে ঘটকালি-সার্থক প্রসাদ ;
আমার এ কল্পনার মন্দিরের তোরণে শিখরে যদি লোকে
দেখে শুধু তোমারই হার্সির দক্ষ গভীরতা অনন্য চাতুরী ;
তবু তো বলবে তারা—এ কখনো ভবে ক্ষোভে ভ্রান্তিতে বা শোকে
মৃত্যুকে দেয়নি কর। এ বেঁচেছে জীবনের উল্লাসবরণে ;
লজ্জা শুধু অক্ষমতা ; তবু প্রিয়া, তুচ্ছ হবে যত অপবাদ,
গ্লানি শুধু অক্ষমতা, তাই, আর তোমাকেই নিমিত্তকরণে।

২

উত্তরে হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গায়ে
পাহাড়তলীর দাবদাহ আজো দেখোনি চোখে।
সাহারার বালি পোড়েনি তো আজো কোমল পায়ে।
প্রসার্পিনার পরশ পাওনি এ মরলোকে।
খরযৌবনে হৃদয়বিহীন তোমার হিয়া,
হাসি তো তোমার বৃথাই ছড়াল তুষার, প্রিয়া !

আসবে একদা সাঁঝে বৈরাগী ঘরছাড়া কেউ
—তোমার হৃদয়-পাইনের বনে কী কানাকানি।
ঘাটে বাঁধা ঐ দীঘিতে তুল্‌বে সাগরের ঢেউ
প্রভাতেই হায় ডেকে নেবে তাকে দূরের বাণী।
আসবে একদা সিদ্ধপুরুষ, সংসারে তার
শিশিরে শুকাবে তোমার প্রেমের পাতার বাহার

সময় এখনো যায়নি ফুরিয়ে পথশোধনের—
এই হল সার ভাবীকথকের এ নিবেদনের।

৩

তুমি তো ফিরাও মুখ।
তোমার দুচোখে স্থির নীল শর্বরীর
শঙ্কিত ক্লান্তির দূরাভাস।
তোমার হৃদয়ে কাঁপে পাখির পালক, যত
গতিহীন অতীতের স্মৃতি
বিষণ্ণ ভীতির গায়ে লাগা
তবু আমি বলে যাব কথা
বারবার উঠে যাব হৃদয়ে তোমার,
পলে পলে দেব নিমন্ত্রণ।
প্রেম যে আমার হল প্রতীক্ষায় প্রস্তুতিতে
দিন রাত্রি আজ চিরজাগা;

একদা আমারই হবে জয়।
বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে,
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝ'রে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা।
তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনো তরুণ তমালে,
একদিন, একরাতে, কোনো এককালে।

৪

ক্ষুরধার পথ, দুর্গম দূরদেশ—
তীর্থযাত্রী খুঁজেছি ভাবচ্ছবি।
সঙ্গী করেছি দেশবিদেশের কবি।
বিস্তারি' পাখা ঘুরেছি দেশবিদেশ।
ঘুরেছি তোমার নীলোৎপলের খোঁজে
তেরো নদী আর সাত সাগরের পার।
কানে কানে বলে বাতাস বারম্বার—
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ
ক্ষান্তি মেনেছে নীড়সন্ধানী মন।
থেমে গেছে আজ অশনায়ী অন্বেষা।
তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা।
বাস্তু মনুকে আশ্রয় করি শেষ।

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।
কবে থেমে গেছে সে হয়রাজের হ্রেষা!

নিদ্রাও হল অগম কোন্ সাধনা।
প্রায়োপবেশনে শশকবিষাণ গোণা।
ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন।
স্বপ্নেরা হল ফণিমনসার বন।
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।
হে হৈমবতী, আর কেন হানো শ্লেষ?
ডোবাও ডেবোও সিমুমরুক্ষ দেশ।
এ প্রতিহিংসা অকারণ বিদ্বেষ।

৫

এ আকাশে ভিড় নেই, একখানি মেঘ শুধু ছেয়ে,
যেনবা রেখেছে চেপে বাক্যখর পৃথিবীর মুখ।
মুখরতা নেই আর, ধূসর কোমল মেঘখানি
চোখে আনে কান্ত তৃপ্তি, শরীরে ছড়ায় শান্তি ধীরে।
মনে আনে মূর্তি তার, স্নিগ্ধদেহ, সামান্য-উৎসুক।

সামান্য যে মন তার? তবু তাকে লেগে থাকে ভালো।
স্বচ্ছতায় স্পষ্ট আর নিতান্তই সীমাবদ্ধ মন
স্বার্থ আর প্রত্যহের জীবযাত্রা জানে শুধু জানি।
জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।

পাহাড়েরা নেই আজ, স্নিগ্ধ মেঘে দিগন্ত মসৃণ।
১৯৩৪

গার্হস্থ্যাশ্রম

পূর্বরঙ্গ

তোমায় লেগেছে ভালো—সে কথা তো জানো ?
তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালী,
বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি !
লোকে যাকে প্রেম বলে—সে কি তুমি মানো ?
জেনে শুনে চোখ দিয়ে আমাকে কি টানো ?
নাকি, তুমি অজানিতে ভ'রে যাও ডালি ?
নাকি, আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি
পড়েছি প্যারিসে গিয়ে, তাই চোখে আনো
কৌতূহল নামে বস্তু, অলকা, বলো তো ।
আমাকে বলতে কিছু ভয় পেয়ো নাকো ;—
একাধিক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ কানে ;
তাছাড়া প্রেমের ফুল-ও বিবেচনা মতো
তুলি আমি । তবু কেন চুপ ক'রে থাকো ?
ক্ষমা কোরো, হেসেছি কি সেদিনের গানে ?

জাতিস্মর

বহুকাল আগে আমরাই কবে বেসেছি ভালো,
সে কথা কি আজ সিনেমাছায়ায় গিয়েছ ভুলে ?
প্রাক্‌পুরাণিক কী মায়া ছড়াল চোখের আলো !
কোন পাথরের অরণ্যে কবে বেসেছি ভালো !

তারপরে কবে হারাল যে আলো চোখের কালো
আবার কি আজ চাইবে তেম্‌নি দুচোখ তুলে ?

প্রলোভন

তৃতীয়ার ক্ষীণ করুণ আলোয় দখিন হাওয়ার
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ইজিচেয়ারেই বসব দোঁহে।
সুরভি অলক স্বতই জড়াবে আমার গায়ে,
স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরালা কোণায়
সুরের মতোই উতল অথই বিধুর হিয়ায়
বসব দুজনে—মুখ ও কপোল ঠেকবে মোহে।

প্রতীপগতি

হিমের হাওয়া ব'য়ে তো গেল
দোঁহার মাঝে।
নীলোৎপল হয়েছে আজ
কাঠগোলাপ।
আজো তবু কি রইব দ্বারে
হিম হাওয়ায় ?
থেমেছে, আজ, নীল আকাশে
নভোবিহার।
কোজাগরের দীপ্তি গেল,
রয়েছে আজ

গ্যাসের আলো—পরিচিতের
মৃদু হাসিই
আমার মুখে, তবুও হাতে
দেবো না হাত ?
হিমের হাওয়া বয়ে তো গেল—
মাঘের হিম।
আশ্বিনের মেঘ তো গেল
গিরিচূড়ায়।
শীতল হল তোমারও পানে
হৃদয় আজ।
হেমন্তের কুয়াশা গেল
নীল আকাশ।
নয়নে কেন নতুন ক'রে
শ্বেত তুষার ?
হিমের হাওয়া বয়ে তো গেল—
মাঘের হিম।

তামাদি

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে !
শরৎ মেঘে চিত্রিত এ সুনীলাকাশ তলে,
হাস্নোহানা সুরভি করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে,
পশ্চিমের বিধুর মৃদু উদাস বায়ু-স্বনে
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে।

প্রিয় তোমার কূজন করে সহাস মৃদু-স্বরে,
সাড়ায় তার তনু তোমার কাঁপছে নির্ভরে।
একেলা আমি অন্ধকারে বারান্দার কোণে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম. পড়ছে আজ মনে।

চামেলি হাওয়া সুরভি হাওয়া শারদাকাশ তলে
আঁধার ভিড়ে সন্ধ্যাতারা সঙ্গহারা জ্বলে;
তোমাকে দেখি প্রিয়ের সাথে মধুর আলাপনে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে।

জীবন চলেছিল যখন সফলতার রথে,
দেখেছিলাম তোমাকে ভিড়ে দ্রুত জীবনপথে,
কাজের মাঝে ফিরিয়েছি কি হৃদয়ামন্ত্রণে,—
বেসেছিলাম তোমাকে ভালো, পড়ছে আজ মনে।

প্রকৃতি ও প্রেম

সমুখে সাগর বিরামহীন তাকিয়ে আছে,
বুকে তার নয় বিরামবিহীন আবেগধারা।
তুমি আর আমি বসেছি পরস্পরের কাছে,
সমুখে সাগর বিরামহীন তাকিয়ে আছে,
বালুকাবেলায় চাঁদের আলোয় ঢেউয়েরা নাচে
আবেগআকুল কিন্তু উদাস, দিশারীহারা।

ঘড়িতে যে ক'টা বাজল তা কারো নেই তো জানা,
জনহীন তটে, বালুকাবেলায় আমরা দোঁহে।
শুভ্র তোমার বাহুতে আমার হাতটা টানা।
অসীম আকাশে সাগর হারাল সব সীমানা।
পূর্ণিমারাতে সাগরসভাতে প্রেমকে আনা।
শুধু তাই ভাবি উভয়ে উদাস নীরব মোহে।

বেতাল

লেকে আজকাল সকলেই যায়
ভালো লাগেনিকো তোমার যাওয়া।
মিশে গেলে তুমি সাধারণে হায়!
লেকে আজকাল সকলেই যায়!
সকলেরই মতো ম্লান সন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছ! কী বুর্জোয়া!

সেই থরোথরো দিনের সে স্মৃতি
স্মরণে কি আর কথা নাহি কয়?
সেই উন্মাদদিনের সে প্রীতি,
সেই সন্ধ্যার মায়াময় স্মৃতি
মনে রেখো, জ্যোৎস্নায় শোপ্যাগীতি।
কেন যাও লেকে?—কিবা ক্ষতি হয়?–
সেই থরোথরো দিনের সে স্মৃতি
স্মরণে কি আর কথা নাহি কয়?

বেড়াবে। তা কেন যাও নাকো মাঠে ?
আমার সঙ্গে—ক্ষতি কিছু হয় ?
কিন্তু তুমি যে অচেনার হাটে
বেড়াবে। তা কেন যাও নাকো মাঠে ?
সমাজের কেউ লেকে ছি। কি হাঁটে।
তাও সঙ্গে ও চৌধুরী বয়।

আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ

বার্ধক্য যখন দেবে সারা দেহ ঢেকে
করোগেট-বিকুঞ্চিত শরীর যখন
দেখাবে, বাস্‌ব ভালো তোমাকে তখন ?—
সেই কথা ভাবলুম ব'সে ব'সে লেকে।
তোমার রঙেরও লিলি হবে খড় রং,
নিটোল ও বাহুলতা হারাবে মাধুরী,
কালো চোখ হবে ফিকে, হারাবে চাতুরী,
তার চেয়ে বড় কথা, যাবে মিঠা ঢং।—
এই সব কথা লেকে বেজায় ভাবিত
করল, বিশ্বাস করো, খাঁটি কথা বলি
সমাধানে কিছুতেই মন উপনীত
হল না—ভাবনা-বিষে নিদারুণ জ্বলি।
তোমার পাশে তো তাই ঘেঁষে এসে মিলি
সিগারেট না খেয়েই—হাসছ যে লিলি !

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ

মাঘের মাঝারে ফাল্গুনী হাওয়া বয় ?
আজ লিলি শুধু স্বপ্ন দেখার পালা।
নীল শাড়ি যেন তনুটি ঘেরিয়া রয়,
নারিকেলবন মর্মরে কথা কয়,
গুঞ্জন যেন স্বপ্নের ভাষা বয়,
খোঁপায় জড়াও অকাল যুথির মালা !

উদাস উর্দু সুর মৃদুমিঠে স্বরে
গুঞ্জন করো, স্বপ্নের জাল টানো।
আজ লিলি আর থাকা যায় নাকো ঘরে।
উদাস উর্দু সুর মৃদুমিঠে স্বরে
শহুরে ছাতেও অকাল দখিনা করে
উতলা উদাস—সে কথা তো লিলি জানো।

অকালে দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা,
ছাতে চলো লিলি, সংসার যাক্ খ'সে।
হৃদয় পাখির মতো যে বন্ধহারা—
অকালে দখিনা ! ভেঙেছি কাজের কারা—
কী সুখে উতলা পরাণ-পুতলা সারা !
কাঁধে কাঁধ দিয়ে নীরবে রইব ব'সে।

দায়িত্ব

আমরা বসিয়া রহি অন্যমনা ; সম্মুখে সাগর
উদাসীন নিস্তরঙ্গ ; প্রেমের রহস্য ভেদিবারে
আমাদের কাটে রাত্রিদিন। মোদের চিত্তের দ্বারে
প্রেম নয়, প্রশ্নদূত ; আমাদের যামিনী জাগর
কাটে নাকো, সংস্কৃত কবিতার নাগরী নাগর
কাটাত যেমন, আমরা পৃথিবীকে আর বিধাতাকে
শুধাই, শুধাই শুধু আমাদের—তোমাকে, আমাকে।
প্রেমের পৃথিবী ছেড়ে স্মৃতি দিয়ে বাঁধি যাদুঘর।
আমাদের মস্তিষ্কের মন্থনের উগ্র হলাহলে
ইন্দ্রিয়ের দৈত্য যত পরিশ্রান্ত, অবশ, অসাড় ;
প্রেমের ক্যাফিন গেল আমাদের বেলায় বিফলে ;
জিজ্ঞাসার মদিরায় মস্তিষ্কে এ সবই ব্যর্থ হয়।
প্রেমের তত্ত্বের ছাত্র, মোরা শুধু ভাবি, নাহি রয়
বিহঙ্গের মুক্ত হর্ষ, রহে শুধু কুণ্ঠিত বিচার।

গ্রহণ

চেয়েছিল সারা ঘর কম্প্রস্নায়ু স্তব্ধতা অটল।
হৃদয়ে আমার ব্যগ্র ভয় কাঁপে—লাঞ্ছনা-সন্ত্রাসে।
আকাশে থমকে সন্ধ্যা মুখে ঢালে তোমার রক্তিমা।
স্তব্ধ ব'সে প্রতীক্ষায় তোমাকে যে আজো ভালোবাসে।

রণক্ষেত্রে পদপাত ক'রে চলে সশব্দে মিনিট।
ছত্রভঙ্গ হৃদয়ের কথাগুলি শুয়ে আছে ভয়ে।
পৃথিবীর যত ভার বয়ে আনে প্রতিটি মিনিট,
আনে যে আগামী তব দ্বার দেখানোর সংশয়ে।

মনে হয় মর-স্বর্গে বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে
চলেছি প্রতীক্ষা ক'রে যদি কভু ডাকে বেয়াত্রিচে।
হৃদয়ে উন্মুখ আশা ঊর্ধ্বায়িত, দুহাত ছড়িয়ে
এদিকে রয়েছে দেখি কল্পান্ত যে দুয়ারের নিচে।

চিত্ত হ'ল মৃতপ্রায়, অসাড় নীরব অন্ধকারে।
অকস্মাৎ ফুটে ওঠে মদির রজনীগন্ধা শত।
অকস্মাৎ ফুটে ওঠে কালো নীল ঠেলে শত তারা।
তোমার দেহের জ্যোৎস্না খোঁজে মন আনন্দ-আহত।

তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে।...
অন্ধকারে চোখে চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।

মধুযামিনী

সূর্যের সাথে শত্রুতা আমাদের।
রাত্রির সীমা ছোট ক'রে দেয় ও যে।

টেনে দেয় হায় আমাদের প্রেমে ঘের,
বহির্জগতে, শত্রু সে আমাদের।
সে যবে দাঁড়ায় চৌকাঠে বাসরের,
আমাদের প্রেম লজ্জায় চোখ বোজে।

কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি ;
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি
তোমার শাড়ির ছটায়, কথায় কথায় হাসি—
না হলে ঝঞ্ঝা ফেল্‌ত যে সারা জীবন ঘিরে।

মফস্বলে

আজ আর প্রেম নয়,
আজ শুধু ঘুম।
চাঁদের চাহনি নেই,
দু-চোখ নিঝুম।
মনে ভাসে রেশ শুধু
মাঠের গানের।
স্নায়ুতে ছন্দ কাঁপে
নাচুনি ধানের
ক্লান্তি ছড়ায় তার
শান্ত প্রলেপ।

প্রেমেই দিয়েছে মন
ঘুম-অবলেপ।
ফসল-কাটার ছবি
দু-চোখে ভাসে।
এখনও অঙ্গ দোলে
প্রাকৃত রাসে।
চাঁদের চাহনি নেই,
মন নিঃঝুম।
আজ আর প্রেম নয়
আজ শুধু ঘুম।

আত্মজ্ঞান

যদি আমি জন্মাতুম বহুদূরদেশে
তোমাকে পড়ত মনে, নিতুম কি চিনে?
এ দূরত্ব এড়িয়ে কি আসতুম হেসে?
তুমিও চিনতে হেসে পরিচয়হীনে?
ধরো, যদি তুমি হতে টাহিটির মেয়ে,
অজানা রহস্যময়ী মরস্বর্গলোকে,
আমি কি যেতুম, সখী, প্যাসিফিক্ বেয়ে?
বলতুম হেসে, "একি। চেনা লাগে ওকে।'
আমরা যে অতিস্মৃগী সকলেই বলে,
আমাদের উভয়ের প্রেমের গৌরব
সকলের মুখে শুনি। লোকমুখে চলে
আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।

সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি ?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি।

১৯২৫-১৯৩০

বিবমিষা

তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে।
তোমাকে দেখিলে রীরি করে মোর গ্রন্থিস্নায়ুশিরা।
তোমার নিশ্বাস হানে বিষবাষ্প মোর নাসিকাকে।
তোমার কথায় মোর বুদ্ধি পায় পক্ষাঘাত পীড়া।

তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন পিচ্ছিল স্বেদাক্তত্বক সাপ।
পিত্তস্রাবী স্পর্শ পাই তোমার ও মেদাক্ত আঙুলে।
সামুদ্রিক পীড়া তুমি, তাই সারা দেহ ওঠে দুলে,
ঘৃণার শ্বেতোর্মিস্পর্শে পুণ্য হয় উদ্গারের পাপ।

অবজ্ঞায় অবগাহি লভিলাম প্রাণের বিস্তার।
ভাগ্য তব মোর হাতে। অদৃষ্টের দৃপ্ত পরিহাসে
নিজ অপঘাত দেখ? হাহাকারে কোথায় নিস্তার?
কার স্ফীতোদর শব মোর মুক্তিস্নানজলে ভাসে?

গভীর আমার ঘৃণা—ঘৃণার এ সমুদ্রের পাশে
প্রেম যে গোষ্পদজল শুষ্কপ্রায় গ্রামের ডোবার।

১৯২৯

উভচর

পাখির আবেগ জাগাবে শরীর মনে ?
পাখার ঝাপট দিনরাত যাব শুনে ?
পাখার ছন্দ হৃদয়ে কি দেবে বেঁধে
হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে ?

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা !
অসহায় ভীরু ? শুধু তার পথে চলা ?
বন্ধুর ভ্রূ-ও কুটিল—ঋণের ভীতি ?
অগণন লোক—তবু জ্বলা, শুধু জ্বলা।

গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ !
শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ।
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক !
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ।

দিশাহারা চোখ, চরণ শ্রান্তিহীন—
স্থিতি চাইনেকো, ঘুঘু নয় ওগো শ্যেন !
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি দাও,
তুষারতুঙ্গ চূড়ায় চূড়ায় ঘোরা !
স্বচ্ছশীতল হালকা হাওয়ায় ঘোরা !
কাটুক আমার জীবন মরণে সেতুবন্ধনী দিন।

হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ঝলসি উঠুক

কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধত গতি চরণ শ্রান্তিহীন।

১৯৩০

কবিকিশোর

God's in His Heaven
All's right with the world.

শহরের বুকে পাঁচতলায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট্‌।
ট্রাম বাস্‌ ভিড় নিত্য যায়--
উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!
গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট্‌!
শহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট।

ঘুঘুনি ও ঘুঘু রইব তায়,
আর্কেডিয়া কি, বুঝবে তাই।
সে ছোট ফ্ল্যাট্‌, চৌমাথায়—
এল্‌সি ও বব্‌ রইব তায়—
ক্ষীণ কোলাহল ভাসে হাওয়ায়
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দিন কাটাই।
এল্‌সি ও বব্‌ রইব তায়—
কবি-জীবন কি বুঝবে তাই।

প্রিরাফায়েলাইট্‌

প্রতিটি মুহূর্তে মোর মূর্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্বাসা বিশ্বের ক্রুর সর্পফণা অশান্ত কৌতুক।

সূর্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক,
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে গেছি কিবা ভুল—দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দীপ্ত দিন ব্যর্থতায় হত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।

দীঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে,
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়াল না হায় নারী, হায়!
কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘন পক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এল শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিশ্বাসের চৈতালী হাওয়ায়।

হেমে. ১৫.

চাঁদ্ চ'লে গেছে,
কৃত্তিকা গেল,
মধ্য রাতি।
প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন।

সন্ধ্যাতারা

অপরূপ রূপে চিরায়ুষ্মতী অপ্সরী।
কবির মানস এল মানবীর দেহপুরে।

তোমার দেহের দেউলে দেবীর স্তব করি।
বেশকেশ রূপআবেশে নিও না সম্বরি,
আঁখিপাখি তব দিশাহারা ওড়ে ঘুরে ঘুরে।
চলচঞ্চলা গতঅঞ্চলা অপ্সরী!
স্বপ্ন-শিখায় পুড়ে থাক্ দিবা শর্বরী।
বন্ধ্যা প্রিয়ার দীপ্তি তোমার দেহে স্ফুরে।
নহ মাতা তুমি, প্রেয়সী তোমার স্তব করি।
প্রিয়ার মূর্তি! প্রেমে কাঁপে তনুবল্লরী,
স্তনধারা কভু বক্ষে তোমার নাহি ঝুরে,
ভার বহে তনুলতা ভাঙো নাকো, অপ্সরী
রহস্যময়ী! বৃথাই তোমার তপ করি!
দেহের নাগালই পাইনে—মন তো আরো দূরে।
সিনেমায় আসি মিছেই—মিছেই স্তব করি।
বিলোল স্তিমিত আঁখি জ্ব'লে ওঠে সব হরি'
চকিত চুমায় সচকিতরতি আধো সুরে
কেশের আবেশে নিঃঝুম ক'রে অপ্সরী
স্টুডিও-উধাও! মিছেই দেবীর স্তব করি।

জোকন্দা

Pater's view of art, as expresed in the Renaissance, impressed itself upon a number of writers in the nineties, and propagated some confusion between life and art which is not wholely irresponsible for some untidy lives... T. S. Eliot.

মনে মনে বলি,
হে মোনালিসা!
সাইনারা
এসো মলিন আলোয়।
শহরের মুখে ধুসর সন্ধ্যা নামে।
হৃদয়ে আমায় ঘরছাড়া যে গো ডাকে।
আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী
আমি তাইতো আকাশে কান
পেতে শুনেছি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা
মলিন আলোয় বইয়ের পাতায়
স্বপ্ন-আতুর বিদেশী ভাষার মায়ায়
তোমাদের পদপাত
করেছে আমাকে একাগ্র ব্রতচারী।
সাগরের ঢেউয়ে বহুদিন হল তুলে তো দিয়েছি পাল।
অশেষ যাত্রা, অসীম সাগর, শুধু পদপাত গুনি।
হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা,
যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা, দিনের চিতা
ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখ তোমাকে ডাকে।
পেটারের মেয়ে,
কুমারের মন ঘরছাড়া হল তোমার খোঁজে
কবিতার বাঁকা ইন্দ্রধনুর দুরূহ পথে,
হে সাইনারা, কালো রাত্রির ক্লান্ত ঘুমে,
পরিশ্রান্ত স্বপ্নে তোমার
কুমারের মন কামনাছটায় তোমার আসা
ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ পদপাতে।

রুডেল তোমার মরণ-ক্লান্ত, শুধায় তোমায় আসবে তো এসো
হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নসঞ্জীবনীর বীজনে
এসো এসো এই মলিন আলোয় সাগরের শ্বেত কেশর পাণ্ডু দুপায়ে ঢেকে,
বহু দূর দেশে জড়তার গ্লানি মেখে শহরের মুখে জরতী সন্ধ্যা নামে।

প্রলাপকম্পন

কবিকিশোর ফিরেছি পথে পথে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত পাণ্ডু মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত;
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে,
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা
কেহ বা জিন্ খায়নি ধীরে ধীরে।
এমনি ক'রে ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূর ফীটনে পদরথে,
রূপার দেশে রূপালি রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।
ঘুরেছিলাম মোনালিসার খোঁজে,
লিসির মাঝে তাহার হাসি বুঝি!

দা ভিঞ্চির দৈবী নিপুণতা।
সুদূর দেশে রচনা তার খুঁজি।
বাদল মেঘ খুলেছে বেণী তার
বৃষ্টিভেজা পার্কস্ট্রীটের মুখে।
প্রহরী আলো জাগাল চিকিমিকি,
কদম্বের পুলক লাগে বুকে।
সন্ধ্যা আর মেঘের আশ্লেষে
পূরব বায়ু ফেলিছে দ্রুতশ্বাস।
ওঅলৎস্-ধ্বনি পায়েতে গতি আনে
হঠাৎ লিসা দাঁড়াল মোর পাশ।
সাইনারার পূর্বস্মৃতি চোখে!
লিসার হাসি দেখী যে মরলোকে!
রূপার দেশে রূপালি রাজবালা
লিসির গলে পরায়ে দিনু মালা!

ব্রাহ্মমুহূর্তের স্বপ্ন

চ'লে গেল চাঁদ,
শান্ত ধূসর অন্ধকার,
সূর্য এখনো আসেনি,
শীতল স্থির আকাশ,
গ্যাস্ নিভে গেছে,
জাগেনিকো কাক,
বাতাস চুপ—
শুধু কাঁপে তার, শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার।

Rosa Alchemica

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
বাসনার শয্যাতল ছাড়ি'।
একজন লক্ষ্মী সে কল্যাণী
স্তিমিত প্রাণের বহ্নি—কেন নাহি জানি।
সংসারের সোনার খাঁচায় সংহিতার সমুচ্চ মাচায়
মসৃণ তৃপ্তিতে তিনি র'ন।
পূরবীর করুণ লগন,
রজনীগন্ধার মৃদু রূপ,
দেউলের সন্ধ্যাময় ধূপ
কল্যাণীর কল্পনায় নিত্যকাল রহিছে মগন।
(তার মাঝে সুপ্ত নেই লোভ
বসন্তের অশান্তির ক্ষোভ ?)
আর জনা সন্ধ্যাসরে রানী
বহুনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্সরী।
খ'সে পড়া তারাদের চটুল সঙ্গীত,
বিহঙ্গের গতির ইঙ্গিত
দীপ্তি পায় মায়াবী সে তনুর মায়ায়—কেন নাহি জানি
দুর্দম সে নির্মনন গতিচক্রতলে
পলে পলে
কত চিত্ত মরে হায় কত প্রাণ মৃগতৃষ্ণিকায়।

তারা নাহি জানে
উর্বশীর প্রাণের গুহায়
স্তিমিত পীড়া কি গুপ্ত হায়।
মৃত্যুর রঞ্জনরশ্মি-দিব্যালোকে পুরুষহৃদয়
অবশেষে অপঘাতে এই সত্য মানে।
কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের স্তব্ধ প্রান্তে,
বিস্বাদ হৃদয়ে
বিষণ্ণ আলোয় ব'সে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি আর ভাবি মনে;
কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্রমন্থনে
রূপ নেবে এক নারী
মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি' ?

১৯৩২

যযাতি

অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি,
অনেক পাপের পরম তাপের বিষম বোঝা
অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে।
ব্যাধভয়াহত, তাইতো পাহাড়ে আড়াল খোঁজা,
প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃসারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

বসুন্ধরার অগ্নিউদরে লেগেছে দোলা,
শতসর্পিল ধূমকেতু তার অন্ত্র টানে।
মরণ আহরি' আহারে বিবশ দিবসনিশা,
অশনায়োগ্র ধমনীশিরার পরমতৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা
স্নায়ুদাবদাহে যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে।
আকাশগঙ্গা পীতপিঙ্গল বালুকারেখা।
শনির কণিকা মারক-আখরে জীবনে হানে
করোটীর কালি, করকোষ্ঠিতে ছিন্ন লেখা।
তাইতো হৃদয় নির্দয়লোভে তোমাকে মাগে
নাটকীয় সুরে প্রলাপ-কম্প্র প্রবল গানে।

১৯৩৫

মন-দেওয়া-নেওয়া

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,—প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের ?
দুমাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো!
তখনের সেই অবস্থা নাকি প্রেমের বাসা ?

আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাইতো খোঁজে—
তার ওপরন্তু তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
এরি নাম 'প্রেম'।
কিন্তু মানুষ কেমন ক'রে যে এইতে বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি ক'রেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয়!

আশ্চর্য না ?
এই ধরো—আমি, নবনীকান্ত—
দিব্যি মহৎহৃদয়, দিব্যি ভালোই ছেলে—
অনেক মেয়েই চায় তো আমায় তাদের স্বামী।
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—
ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের
প্রেমে প'ড়ে গিয়ে!

কাব্যির ঘোরে কত উচ্ছ্বাস ঐ বেচারার গলায়-গালে—
দুহাতে বাহুতে বুকে আর ঠোঁটে তার দিয়েছি।
ডলু যদি সেটা—চিত্রগুপ্ত যেমন করে—
সব কর্মের হিসেব-নিকেশ চুলচেরা ভাবে খাতায় ধরে;
ডলু যদি এই প্রেমের বিষয়ে সে-রকম ভাব মাথায় ভরে?
বিহিত কি তার?
কী‌ই যে করি।
অমল মোহিত ইত্যাদিকে তো এগিয়ে দিলুম—
"ডলু যে তোমার খোঁজ করে ওহে।"
কতটা আশাই না করেছিলুম।

হল না কিছুই।
আই-সি-এস-ও অকাতরে ডলু ফেলেই দিল।
(মেয়েরা কি বোকা!)
আর সেই দিনই দুপুর বেলায়
বাস-এ ক'রে ডলু এই এইখানে
আমার এ-ঘরে চলে এসেছিল।
সে-কথা যাক্, তা কথাটা হচ্ছে
কেমন ক'রে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায়?
তা অবশ্য কোনো গোল না ক'রে—
তা না তো আবার স্ক্যাণ্ডালে দুই কান বেচারিরা যাবে যে ভ'রে

মহা মুশকিল।
ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে।

আমি যদি খুব সাবধানে কোনো আভাস তুলি—
ডলুর দোষ যে আমার কেমন বিশ্রী লাগে।
আশা করি ডলু চটবে, কিন্তু সে চটে নাকো!
হয়তো বা বলে, "ও দোষ যে আছে, আমি তা মানি,
তাই ব'লে চুমো খাবে না আমাকে?
—তোমার ও-মুখ এখানে রাখো।"

কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,
(আগেই বলেছি, অজানাই হল প্রেমের নানা,
শারীর মানস, ভাবের বাণী)
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে।
এমন কি সেই আঁচিলটা—তা-ও!
সেটাও জানি!
নতুন তো নেই কিছুই! এখন করব কি যে!
করব কি যে?
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব না কি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে?
ক্লান্ত লাগে।

১৯২৬

অপস্মার

কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ
স্মরণের নীল পরপার!
হতোঽস্মি হবে জয়গান!
ডুববে অহম্ কশ্চিৎ!
দুর্গম দিন, ক্ষুরধার
রাত্রিও হবে ক্ষীয়মান!

খুঁজে মেলেনিকো ইশারা;
ডাকঘরে নেই ঠিকানা
চিঠি নেই; দিবানিশারা—
ভষ্মলোচন তৃষারা
ভবঘুরে ঘোরে বেগানা;
পালায় পিশাচ ইশারা!

হৃদয়ে তোমার জাগে ভয়?
মরণের ভয়, জীবনের,
বিপুল বিদেশী বিশ্বের?
ব্যর্থ গ্লানির পরাজয়?
ধিক্কার জ্বালা দাহনের
ত্যক্ত সমাজনিঃস্বের?

কোনো গোরোচনা গৌরী কি
বাঁধেনি চরণে পরাণে ?
শোনোনি কি ঘুমপাড়ানি
জরৎকারীর শিথানে ?

হিংস্র অভাব হরি' কি
আলাদিন দ্বীপ জ্বালেনি ?

কোনো বিচিত্রবীর্য কি
পূর্বজ কোনো দশরথ
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ,
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহার ?

তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছ ?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব ?
মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা ?
তাই কি রক্তে চেয়েছ
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেরই বিপ্লব ?

১৯৩৩

দ্বিধা-দম্পতি

মন্বন্তরে বাস করি বটে, মনান্তরের কোনো
হয়নিকো অবকাশ।
সূর্যগ্রহণ নিত্যঘটনা যে শীত কঠিন লোকে
আমাদের সেথা সূচ্যগ্রক বাস।
শহরের ভিড়ে হাড়ে হাড়ে চেনা পাহাড়ী হাওয়ায় রোজ
শেষ করি প্রত্যহ,
আমাদের ঘিরে তনুমানসার দুরন্ত জীবাণুরা
মরিয়া সাহসে যুঝে মরে অহরহ।
অবসর হয় আমাদের কাছে বিলাসী দ্বিধান্বিত,
কীর্তিও পায় ভয়,
অন্তরঙ্গ অবসাদ শুধু আমাদের পাশে ঘেঁষে,
আমাদের কাজ ছোট জয়পরাজয়।
মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈত্রীর বিষটীকা
উদ্ধত উজ্জ্বল।
ছিন্ন ভিন্ন চাঁদের আলোতে নিদ্রার অধিকার
আমাদের রাত ক'রে দেয় সমতল।
কেটে যায় দিন, জীবনযাত্রা মুখর ইতরতায়—
কম্প্র কোটরে বাস।
উলূপী আমার। তোমার হৃদয়ে আত্মদানের ভিড়ে
মনান্তরের মোটে নেই অবকাশ।

২

যেদিন তুমি স্বপ্ন ছিলে, সেই দিনে খুঁজি সান্ত্বনা।

তুমি বলো, "তোমার লাঞ্ছনা আমার বৈতরণী, তোমার নরক আমারও যন্ত্রণা,—আমার স্বর্গ তবু তোমার নয় ?"

সভ্যতার শান্তি তোমার স্নায়ুতে—তার শ্রান্তিও, হয়তো বা তার ভয় ?

জানি তুমি দধীচি নও—তবু সাধুর মুক্তি ছড়াও চোখে। তারা বলেছিল, "মৃত্যু তোমার মরণ হল, ভয়ের হল পরাজয়।" তোমায় দেখে বুঝব কি সেই কথা ? নীরবতায় মানবমনের জয় ?

তোমার প্রেমের সন্ধ্যাছায়ায় আলো কোথায় ? প্লেটোর পেশীর মাভৈ তো নেই পাশে ! ক্রিস্টিআনের মৈত্রী তুমি ছড়াতে যাও, বর্তমানের স্বপ্নভঙ্গে, ভবিষ্যতের পারিজাতের বীজে। বিশ্বপ্রেমিক, বাতির পাশেই কালোর খেলা, চারপাশে তার আলো।

আমায় তুমি নিলে, যেন সুরঙ্গমার রঙীন বিশ্ব মুছে দিয়েই নিলে

তোমার দাবী

পিতৃকালের বাড়িবদল তোমার স্বভাবেই—এ কৈলাসে কেমনতরো হালচাল যে ভাবি।

অস্তি-নেতির সেতুর পারে অন্ধকারের কোথায় সীমা ? নীরবতার কোথায় টানবে দাঁড়ি ? এ অপেক্ষা সহিষ্ণুতায় চলবে কতকাল ? থামবে সে কোন্ সমে ? আদিমকালের সোনার স্বপ্নে, ভবিষ্যতের যবন প্লাটিনমে ?

আমি নয় তো, ওরা সবাই ভাবছে তোমায় কি ? যেদিন তুমি স্বপ্ন ছিল, সেইদিনে কোথা সান্ত্বনা !

১৯৩৫

বেকারবিহঙ্গ

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন
হারাল চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা।
কোন প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার।

জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে খেই—
তবু হায় নেই হাতের নাগালে ডাঁটা
নীলোৎপলের –অনঙ্গ অপরাধ।

কৈশোরে ছিল ধর্ম্মঘটের শখ,
যৌবনে নয় মাস্টার, কেরানীও।
বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংস সার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য যে উমেদার।
এদিকে শরীর মন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক্।

অতএব, মেসে কাটাও তক্তাপোশে
দৈনিকে দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চ'ষে,

আর দেখ ব'সে সিনেমার পোস্টার,
এলবার্ট হলে তারপরে শোনো ব'সে
ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার।

তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা,
রেডিওসচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নবআশা—
তবু হে কুমার খেলো না শকুনি-পাশা
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক্ না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।

১৯৩৪

প্রথম পার্টি

শুধালাম, রবে এই ঘরে ?
এই ভিড়ে ? সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিঃশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া দেখ। কঠিন দেয়াল
কাঁপে দেখ অলকার অসুস্থ উচ্ছ্বাসে।
তোমার শরীর শ্যাম তরুণ তমাল
এখানে শুকিয়ে যাবে সুবর্ণের সুরেশের কদর্য নিঃশ্বাসে।
বাগানে কি যাবে ?
কি হবে এ ঘরে ?—
পিককণ্ঠী শমিতার বাগ্মীতার ভিড় ভেঙে
শুধালাম তাকে মৃদুস্বরে।

নাগরী সে নারী,
কেন তার চোখে এল অরণ্যের ভয় ?
কুমারীর চোখে কেন এল ভয় আদিমকালের,
আমার টেবিলে এল কেন এ সংশয় ?
ভাবল আমায় কেন অসভ্য বর্বর
রূঢ় দুঃশাসন ?
প্রশান্ত নির্জন
বাগানের শীতল হাওয়ায়,
আকাশের নক্ষত্রসভায়
সুবসনা তার কেন উঠে যেতে হল অত ভয় ?

তবু তাকে লেগেছে তো ভালো।
যদিচ নয়নে তার জ্বলেনিকো মণীষার আলো,

যদিচ শরীর তার গড়েনিকো গ্রীসের ভাস্কর,
তবু ভালো, তবু তাকে লেগেছে তো ভালো।

অনিরুদ্ধ রায়,
বেশেকেশে চেহারায়
বন্ধুত্বের আনন্দের
ল্যাভেণ্ডার সুগন্ধের স্বাচ্ছন্দ্য ছড়ায়।
আমার বন্ধুর হায় লাগেনি যে ভালো,
পৌঁছিয়ে দিলে না বাড়ি উৎসবের শেষে,
লজ্জিত, দুঃখিত আমি। দুর্ভাগ্য আমার।
হবিবুর খাঁর
স্বরদ-নির্ঝরসুধা তবুও আমায় করেছে শীতল।
তবুও আমার লেগেছে তা ভালো
বন্ধুকে আমার।
লেগেছে তা ভালো
নভোনীল-বেশিনীর কেশবেশ শরীরের
মোলায়েম আবিষ্ট সুবাস।

জীর্ণ গৃহ, বুদ্ধিজীবী, নেই অলঙ্কার,
নেই সজ্জা, প্রাচুর্য-সম্ভার।
ম্যাকেন্‌জি-লায়ালে আর লাজারসে নেই কারবার।
বন্ধুর আমার কিবা অপরাধ?
উদ্ধত ব্যঙ্গের রঙে মুখ চোখ করিনি রঙীন,
স্বার্থপর মূর্খতায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আজও দিন
আমার নিঃশেষ নয় ব্যাঙ্কের খাতার তলায়।
মরিয়া লিবিডো আজও কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়

ওড়েনি, ওড়েনি আজও কঠিন সঙ্গীন
সর্বকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের বৃহদ্বারে।
খেলার মাঠে বা রেসে, সিনেমার বারে,
হাইকোর্টে শেয়ার-বাজারে
দেখাশোনা হয়নাকো বুঝি বারেবারে।
মানুষের শানে আজও করিনিকো নিজেকে ধারালো
তবু সখা, সুঠাম সুবেশ তুমি, তোমাকে লেগেছে জেনো সত্যই ভালো।

বিদ্যাদ্বেষী আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক;
বুদ্ধিদ্বেষী উদ্ধত শিক্ষক;
কুটিল, সংসারী নারী; লোলচিত্ত বন্ধুরা যাদের,
দ্বিপ্রহর ঘুমে কাটে, পরস্বে যাদের
ঘৃতসুচিক্কণ স্ফীত ঘাড়,
ব্যথিত বঞ্চক আর সাহিত্যের নেশাপেশাদার,
চিত্রকর, ফিল্‌ম্‌স্টার, নব্য ব্যারিস্টার
সবই আজ ভালো সবই ভালো।
সমস্ত পৃথিবী আজ আকাশবাতাস
আমার সমগ্র মন, প্রতি স্নায়ুশিরা
শহরের উপকণ্ঠে জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
কোলাহলহীন কোন্ অলৌকিক দেয়ালির আলো।

এই শুধু এই মনে হয়,
আমার আনন্দরাশি, মৈত্রী, ভালো লাগা,
এ আমার কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ?
ছিন্নহস্ত অহিংসার বৃহন্নলারূপ?

সত্যই কি পৃথিবীর আনন্দমন্থন,
বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরোথরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?

১৯২৮

মহাশ্বেতা

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে,
ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?

অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
শরীরে তোমার হিমগিরি করে গান।
অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।

-

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,
প্রাণ-সূর্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা?

হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা।

১৯৩৫

শিখণ্ডীর গান

দেবু ঠাট

সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসল মোর চোখে।
একটি কথা বললে তুমি ধীরে
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে।
একটু হাসি পাণ্ডু মুখটিরে
কি রূপ দিল অনুপম এ লোকে!
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসল মোর চোখে।

ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
কি কথা পাই? নাই বা হল ভাষা।
হঠাৎ মন কি জানি কিবা সুখে
ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
সে কাকে পেয়ে নিরালা কৌতুকে
তোমাকে চায়—এ নয় ভালোবাসা।

বললে তুমি—বললে তুমি কি যে।
আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা—
দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে,
বললে তুমি, বললে তুমি কি যে!
এই তো কথা, ভাসিয়ে দিই নিজে
আবেশ-বশে, কথায় মাদকতা!

সে রেশ কানে এখনো বাসা বেঁধে,
সে মুখ চোখে এখনো ভেসে যায়।
মিসেস রায়! কি গোল গেল বেধে।
সে রেশ কানে এখনো বাসা বেঁধে,
তাই তো চেয়েছিলুম এক জেদে—
অবোধ ভেবে গেলে যে চ'লে.হায়।

তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ হায়?
শিল্প শুধু শিল্প শুধু দায়ী।
শিল্পভাবে—মুখ কি দুখে ছায়
তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ হায়?
মুখের ছাঁচ বত্তিচেল্লি প্রায়।
প্রেমে পতন ছাড়া কি কিছু নাই?

কামারাদেরি

শীতের হাওয়ায় থরোথরো প্রিয় শরীর কাঁপে।
শালটা আমার শালীনতা পেল তোমার গায়ে।
মোটরের খোপে শীতের বাতাস—সে কার শাপে!
শীতের হাওয়ায় থরোথরো প্রিয় শরীর কাঁপে।
—তুমি যে কাঁপবে—তোমার এ কথা খুশিতে ছাপে
তাই আধাআধি দোঁহে জড়ালুম সন্ধ্যাছায়ে।

প্রকৃতির ছায়ে বনভোজন

যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে

মিল্‌ব উভয়ে—কি বলো তুমি ?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে ?
যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে
বুলার টিকিট আমিই টেনে
বসব উভয়ে—কি বলো তুমি ?

কথকতা

ভস্ম অপমানশয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু !
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন্‌জুয়ানের বেশে ।
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু ?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে ।

ডন্‌জুয়ানও গিয়েছে ম'রে হল অনেকদিন
ঊর্ধ্ববাহু সেকালের সে তপস্বীদের সাথে ।
মরেছে বটে—স্বর্গ তথা নরকও নারীহীন
(শাস্ত্রে বলে)—ডনের নেই শান্তি আত্মাতে ।

ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজও
ড্রয়িংরুমে—হে অতনু ! বীরতনুতে সাজো ।

এটাক্‌সিয়া

বাসো নাকো ভালো ? নাই বা বাসলে, অলকা বসু,
তোমার চোখের ধূসর চাওয়ায়, স্বল্প কেশে,
তোমার তুষারে সন্ধ্যার মেঘছিটানো রঙে,

তোমার দীর্ঘ সুঠাম শরীরে, পাৎলা ঠোঁটে,
লালের আমেজে শাড়ি জড়ানোর হাল্কা ঢঙে,
তোমার শাণিত মুখের ভাষায়, সাবেকী ভীরু
হৃদয়ের ভয়ে, গত শতকের স্বাধীনভাবে

—সবেতে তোমার—মানি, শেরি, মানি—মুগ্ধই হই।
কিন্তু আমি যে শ্রান্ত বড়ই ক্লান্ত বড়,
কার্নিভাল্ এ জীবনে আমার ঘুম পায় আজ।
মন যে আমার জীবনের ট্রেনে আগামী দিকে,
দেয়ালি-ভ্রান্ত হাঁ ক'রে দাঁড়াব, সময় কোথা?
সে শিখা অথবা সাব্লিমেশনে দেয়ালি প্রেমে,
সে খেলারই শুধু ছদ্মবেশ যা, তোমার শিখা
এ ফুলঝুরির স্তুতি করি, তার সময় কোথা?

জীবনের পীচে পাই নাকো স্বাদ, প্রেমে অবসাদ।
তোমায় স্তুতির, পাশে পাশে সদা ঘোরবার মন
হারিয়েছি কবে? কিশোর বয়স কেটেছে যবে?
সময় ও মনও প্রেম করবার নেই আর হায়!
ভালোবাসোনাকো? নাই বা বাসলে, অলকা বসু!

সেকালের শেরি, বেচারি বোঝে না কামারাদেরি।

রিফ্লেক্স্

ভয়চকিতা হরিণী হোয়োনাকো
মনের কথা বললে পরে আমি।

মামুলি ঢং ক্ষণেক ভুলে থাকো,
ভয়চকিতা হরিণী হোয়োনাকো,
মিনতি করি, কথা আমার রাখো ;
আলাপ করো, নাই হলুম স্বামী।

কথকতা

'—'Tis not a game that plays at mates and mating, Provence knew—'
'—Piere Vidal, the fool par excellence of all Provence, of whom the tale tells how he ran mad, as a wolf, because of his love for Loba of Penautier, and how men hunted him with dogs through the mountains of Cabaret and brought him for dead to the dwelling of this Loba—'

Ezra Pound

প্লেটো তো পড়েছি, তবু
বুঝিনিকো সুরেশের—
মানস জীবন।
সে কি খুঁজে খুঁজে ফেরে
এ শহরে
খোঁপার ছায়ায়
কেশগুচ্ছ কানে কানে
চুড়ির নিক্কণে
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, হাতে হাত ভিড়ে
ডিয়োটিমা ? সক্রাটিস্ খুঁজেছে যেমন ?
কি বলেন বর্ট্রাণ্ড্ রসেল ?
মার্কিনী বেন্ লিন্‌সে বা ?

ছিল দুই কবি, দুই (যতদূর জানি
প্রকাশ্যে) কুমার—
ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ আর কোল্‌রিজ্‌
তাঁদের বাঁচাল, পথ দেখাল যেমন
অষ্টাদশ শতকের ক্লেদসিক্ত বুদোআর, বিপ্লবের
ব্যাপ্তবীজ দাবদাহ থেকে,
জাগ্রত নয়ন, মন প্রজ্ঞাস্থকুমার,
নাম তার—
শ্লেগেল হেগেল নয়,
ডরথিই নাম জানি তার।
ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়,
গোধূলি-মায়ায় মুগ্ধ মোটরের সীটে,
চুম্বন তাড়নার স্ফুরবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ?

অফিস্‌-প্রহরে স্তব্ধ বিজন দুপুরে
নিরালা সোফায় তার লোটায় না রঙীন আঁচল
একথা বলা কি যায় গীতা ছুঁয়ে জোরে?
তাই
যদি সুরেশের মন ভিদালের মতো সদা ঘোরে
আধুনিক ভিদালের দীপ্তিহীন কাব্যহারা একাধিক নিষ্ঠার পিছনে
আধুনিক বাঙালী শহরে—
সুরেশের অবসর ক্ষয়ের ধরন
তাই
সুরেশের মানস জীবন।

তোমার মিতালি মিলাও, গ্রহেরা করুক গান।
হ্যারিয়েট নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া।
মিলাও মিলাও অম্লান ও বাষ্পজন।
তোমার মিতালি মিলাক, গ্রহেরা করুক গান।
ক্ষত বিশ্বকে করুক শান্তিসলিল দান,
ধনী-শ্রমিকের সমস্যাদাহ এ মরমিয়া
মিতালি মিলাক, অসুরা ধরুক ঐকতান
হ্যারিয়েট নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া।

কথকতা

ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।
কারণ
যে প্রাচীরে উঠেছিল হেলেন, সে প্রাচীর তো ধূলিসাৎ কোন্ কালে ধুলায়
ধুলায়। অরফিউস্ ফিরে গেছে বাঁশি গেছে গীতশূন্য বৈতরণী তীরে পুনরায়।
পেনেলোপি লুপ্ত হল কবেকার ভূগোলের কোন্ ইথাকায়।
সেকালের প্রেমগাথা জীবনমরণে গাঁথা মত্ত ঝঞ্ঝা-রাশি। দুর্গম তাদের
যাত্রা সংক্ষেপ জানে না, মাত্রা মানে না, তাদের হাসি মৃদু নয়, বর্বরের হাসি।
ক্রনহিল্ডের স্বেচ্ছাচিতা বয়ে আনে অলকায় অন্তিম গোধূলি।
ভাল্হাল্লায় লেগে গেল কল্কিজ্বালাদাবদাহ, ক্রনহিল্ডের বিরিক্ত অঙ্গুলি।
সর্বভুক শেষ হল বেশ হল সীগ্ফ্রীডের দেবদেবীগুলি।
সেকালের প্রেমগাথা রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিত্তঝঞ্ঝা-রাশি।
ফ্রান্চেস্কার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।
কারণ

সেকালের চিত্তঝঞ্ঝা সেকালের স্থূলপেশীস্নায়ুরই পোষাত।
আমরা জেনেছি শাঁস অন্তসার। ও অসার ভয়াবহ আলোড়ন ছিবড়ে খোসা তো।

পালোয়ানি ছেড়ে তাই মৃজাপুরী ধুলোকাদা স্যানিটারি বাথরুমে ধুয়ে,
—হাত পা ভাঙে না, ঘরে ভদ্রগোপনও বটে, ধুলোটুকু উড়ে যায় ফুঁয়ে—
গোবর গুহকে ছেড়ে স্যাণ্ডোকে ধরি তাই, প্রগতিকে জানাই প্রণাম।
গ্যায়টে বলেছে নাকি মানবতা লাভে সেরা শটকাট্ হৃদয়ের স্যাণ্ডো-ব্যায়াম?

অথবা শোনো—
মানুষ যে পশু, প্রমাণ তার
আহার তার।
মুখব্যাদান, দন্তবিকাশ, চর্বণ, ঠোঁটে হাতে মাখামাখি,
অজীর্ণতা
ইত্যাদি সব কী দারুণ রূঢ় বর্বরতা!
জীন্‌স্, স্টোপ্‌স্, লর্ড রসেল্, হাকিম লিন্‌সে, কুয়ে!
ধন্য হয়েছে বিজ্ঞান আজ আমাদের কাল।
জীবযাত্রার যুগ কেটে গেছে
তোমাদের এক মিলিত ফুঁয়ে।
গ্লুকোজ রয়েছে নব্য সুষ্ঠু নিরাপদ ভোজ—
সুরেশ শোষণ করে তাই রোজ?

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ!
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি',
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ!

All Passion Spent

শোনো কাছে শোনো। কানে কানে কথা বলি,
শ্রাবণ দিনের ঘন সন্ধ্যার মেঘ।
দিনগুলি যায় ক্লান্তিতে উচ্ছলি,
শোনো কাছে শোনো, কানে কানে কথা বলি,
হৃদয় যে হল মেঘ জগতের গলি
সে মেঘ কি নেবে, সহচর সে আবেগ ?

১৯৩৩

আত্মদান

আকাশের আমন্ত্রণে গরুড় বুঝি ছিঁড়ল পাহাড়।
রূঢ় ঋজু পাথরে স্তব্ধ ঊর্ধ্বায়িত গতি
মাটিকে ছেড়ে ওড়বার।
পাহাড়কে করে অবিশ্রাম আবেগে আঘাত
তরঙ্গ-চঞ্চল নীলা— পাহাড়কে বাঁধে বাহুতে, সাধনা-সম্পাত
তপোভঙ্গ। অপ্সরা সাগর।
মেনকার কৃচ্ছাকর্ষ। যৌবনের ক্ষিপ্র নীল লীলা।
পাহাড় টলল বুঝি। সাগরেই নৃত্যময় শিলা।
ঋষ্যশৃঙ্গ হল বুঝি নত,
রাত্রি হল উৎসবজাগর।

১৯৩১

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই ;
তবু বারে বারে তোমারই উঠানে যাওয়া আসা।
আত্মীয়া নও, সমাজের ইক্‌রার-নামায়
কস্মিনকালে বাঁধা হয়নিকো তাই বাসা।

তোমাতে আমার স্বর্গ তো নেই, সে দুরাশা
মর্ত্যজীবীর মননে বুঝেছি হাড়ে হাড়েই।
তুমি যেন টিম্‌বক্‌টু ও আমি হিম লাসা,
তবু পাশাপাশি কোন্‌ আশ্বাসে সঙ্গ নিই ?

উৎরাইপথে মেলে না উভয় পদক্ষেপ,
কাব্যলক্ষ্মী। এ পাণিদানের অর্থ নেই।
সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই
হৃদয়দানের সুর ভেঁজে যাই অভ্যাসেই।

সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।
তবুও তোমাকে খুঁজে ফিরি দেখ কলকাতায়।
রিজর্ভ্‌ব্যাঙ্কে কেন যে তোমার চুক্তি নেই।

১৯৩২

উন্মনা

(প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে)

তুষারতুঙ্গ প্রেমের শিখরে প্রলয়ঙ্কর বান!
অভ্রলিংহ ঢেউএ
নিমেষে মুছে দিয়ে যায়।
আজ বুঝি হল প্রপঞ্চলয়
শিখর হল শ্মশান,
গৌরীশৃঙ্গ অধ্যাস মরীচিকা!
একাগ্রনিষ্ঠা কি শেষে হল
অলীকশশবিষাণ?

উপমায় ঢেউ লাগে।
স্নায়ুর পথে ঘুলিয়ে যায়—শেক্ষপীরের মতো,
(কালিদাস তো নয়কো তোমার মিতা)।

উপসাগরের জোয়ার মেশে
থেকে থেকে উপকূলের উপল-ঊষর ভাঁটায়।
জোয়ার-পূর্ণিমা আমার! একা তোমার রাগ!
আমার হৃদয় তোমার চোখে, তোমার মুখে,
বক্ষনীড়ে, স্বল্প হাতের কনকচাঁপা মুঠোয়।
কখনো যদি তাকিয়ে দেখি অমাবস্যার পরিপূর্ণ নেতি
চাঁপার পাতা-ফাঁকে—
বিষয়ী মন! ঘরণী মন!
(যদিও আজও বাঁধোনি হায় আমার কুঁড়ে ঘর)

একী তোমার নাটুকে ঝড়
চীনেমাটির চায়ের কেৎলিতেই !

কবির ভাষায় জানো আমার জবাবদিহি আছে
রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী !

কিন্তু আমার মন যে উদাস,
মাথুর তো নয়, শিথিল-পেশী।
গদ্যেই তাই বলি—
বিকল্প এ নয় গো প্রিয়া নয়।
তোমারই প্রেম থরোথরো
আমার প্রেমের তপশ্চারী একটিমাত্র চূড়ায়,
দ্বৈতজনের ছায়াও আমি মাড়াই নে কো,
দ্বৈতাদ্বৈতে দোদুলদোলা স্বভাববিপরীতই।
একাধিকের সম্ভাবনা তোমার মনেই,
আদিম নারীর স্বত্বজমির চাষে।

উন্মনা আজ ? মানি।
কিন্তু বলি শোনো
তার পিছনে আদি-অন্ত নেই।
এ প্রসঙ্গে
ক্রুষ্টিআনের অনুশাসন মাথায় করেই আছি।
প্রতিবেশীর পাশ ঘেঁষিনে।

তুমিই হলে আমার ইতিহাস।
বিশ্বকোষ মহাকোষ তুমিই আমার বিশ্বপরিক্রমা।
কৈবল্যের প্রথম ও শেষ সিঁড়ি।

ইমার্জেন্ট এ উদাস প্রহর কূটতথ্য নয়।
স্বয়ম্ভূই বা কেমন করে বলি?
নতুন সুরের আলাপ তো নেই,
ধারাবাহিক রেশেই মৃদু যতি।
ক্ষণিক অসংবেদন শুধু, সর্বনাশা অস্মার তো নয়।
পেশীসারভঙ্গ শুধু, মনেপ্রাণে অচল নিষ্ঠা
পূজার আসন যথাস্থানেই পাতা।

সংস্থিতিতে ভাঙন যদি ধরত, তবে
কবির ভাষায় শুনিয়ে দিতুম জবাবদিহি
আবেগকম্প্র মিহি মন্দ মেঘমন্দ্ররবে।
ক্ষণিক ভাটার টানে শুধু উন্মনা মন
অনুভব কে জানে কার গানে।

গল্প কথা: প্রেমের ন্যায় কাকতালীয়ই,
এ সত্যটি জেনো।
মন-দেওয়া-নেওয়া অনেক করিনি,
তবু বলি এটা মেনো।
এই নিবেদন করি পূর্ণিমা!
বিদগ্ধ, লঘু, উন্মনা এই
লজ্জাহীন, ঢিলে, শোবার-পোশাক গদ্যকবিতায়।

১৯৩৪

টপ্পা-ঠুংরি

(শ্রীসমর সেন-কে)

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা লয়ে
পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।

দিন কাটল
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্ গেল, ক্লাস্ গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রফেসারের মাথায় নামল
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুনার আশীর্বাদ।
কাব্যই হল করুণা ; করুণায় কাব্য
সেইদিন প্রথম।

নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা।

একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল

তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে
চ'লে যাক্।

বাসের একি শিংভাঙ্গা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশামিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

বড়বাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়বাবুর গঞ্জনায়
বড়সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে
এই ক্লাইভ ডালহুসি লায়ন্স্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের

ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়বাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে ।

নিতে হল ট্যাক্সি।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ?

হে বিরাট নদী

খালাসীর গান
সব পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
ষ্টীমারের বাঁশী
আর খালাসীর গান।

ট্র্যাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পণ্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,

আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার.
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি
গৌড় জনের ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে ।
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল ব'লে হাওড়ায় ।
ওপারে স্টক্ এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দ, ট্র্যাফিকের এটাক্সিয়ায় ।

এল ট্রেন
মন্থিত ক'রে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত ক'রে ।
দেখলুম তোমায় ক্লোস-অপ্ মুখ জানালায়,
—একটি কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে ।

হায়রে। আশার ছলনে ভুলি।
কোথায় তুমি। ট্রেন তো এল।
কয়লাখনি ধ্ব'সে পড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল।

তোমার কি অসুখ হল?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি,
বললে, এই যে, কি খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি?
দিদি আসবে সাতুই।

ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত উষ্ণতায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন। হায়রে।
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

১৯৩৫

ক্রেসিডা

(শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কে)

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় চোখ পুড়ে মরে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।

দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
মত্তপ্রলয় তোমাতেই করি জয়।

মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই করে।
ভীরু দুর্বল মন।
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর পারে।
সর্ব-সমর্পণ।

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্নগোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।

লালমেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়।
মেঘে মেঘে আজ কালো কন্কার দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

ভ্রান্তি আমারে নিয়ে যায় যদি বৈতরণী পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার ?
তপ্তমরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

স্বসমুখ সে কোন্ দেবতার দ্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল।
আমারই শেফালি জেবলী কেবল, ঝরে জবাসঙ্কাশে।

সূর্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অঙ্কুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারী তাইতো তোমার শরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ? কোন হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা ?
লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন ? লোকায়তিক এ মরণ-তৃষা ?

জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলিনাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।—
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?

এই তবে ভোরবেলা!
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ আশা।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে, সারা শরীরের নগ্নভাষা!
হে গ্রীকনাগর! ট্রয়কে হারালে আজই!

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ ক'রে দেবে?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মনে স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্‌-খান্‌।

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির।
জড়কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার করি নর্মাচারে।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল।

শিবা ও শকুনি পলাতক জানি ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎমাধুরী লুট ক'রে ফিরি—জয় জয় ট্রয়লাস!
উল্লাসে গায় পালে পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।
হায়নার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে

তুমি চ'লে গেলে মরনমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—

স্মরণ তোমায় হানে আজো তরবারি!

১৯৩৬